

ফুল কলি

ছোটদের কবিতা

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রণীত

প্রকাশক—

ডাক্তার—শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কামাল কাচনা, নবাবগঞ্জ

রংপুর।

১৩৩৯

মূল্য ।॰ চারি আনা মাত্র।

ঢাকা বীণা প্রেসে—শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যিনি দিয়াছেন প্রেরণা আমায়,
যিনি দিয়াছেন শিক্ষা,
জীবন প্রভাতে যিনি দিয়াছেন
জ্ঞান ধরমের দীক্ষা।

স্বরগ হইতে আজিও যাঁহার
আশীষ লভি অনুক্ষণ,
'ফুলকলি' তাঁর শ্রীচরণে করি
ভকতি ভরে সমর্পণ।

নিবেদন

ছোটদের জন্য "ফুলকলি" প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশ কবিতা অধুনালুপ্ত "তোষিনী" "আমার দেশ" ও আধুনিক "মুকুল" প্রভৃতি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি অপ্রকাশিত নূতন কবিতাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। ইহা দ্বারা বালক বালিকাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেই পুস্তকখানার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

"স্বভাব কবি গোবিন্দদাস" প্রণেতা আমার পূজ্যপাদ, শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পুস্তকের নামকরণ এবং কবিতাগুলি সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

ঘুম, দার্জ্জিলিং
১লা বৈশাখ, ১৩৩৯ সন

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র



শুদ্ধিপত্র

২৯ পৃষ্ঠা ৩য় ষ্ট্যাঞ্জা ২য় লাইন "আমার" স্থানে "আমায়" হইবে।

৩৩ পৃষ্ঠা ৫ম ষ্ট্যাঞ্জা ১ম লাইন "জনন" স্থানে "জনম" হইবে।

ফুল কলি

(১)

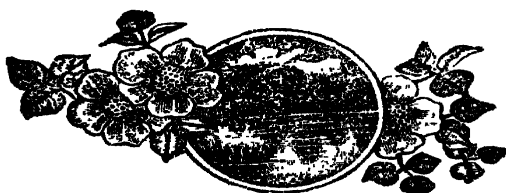
আমরা ফুল কলি,
রাত্রে থাকি চোখটী বুঁজে,
ভোরে নয়ন মেলি।
ধীর সমীরণ ছুটে আসি,
লুটে মোদের সুবাস রাশি,
গন্ধ পেয়ে লুটতে মধু,
উড়িয়া আসে অলি।
অরুণ আলোর স্পর্শে ফুটি,
আমরা ফুল কলি।

(২)

আমরা ফুল কলি,
স্নিগ্ধ মধুর প্রভাত বায়ে
হরষে উঠি দুলি'।
শিথিল হ'য়ে আমরা—যবে,
ভূমি তলে লুটাই সবে;
সাজি ভরে পল্লীবালা,
লয়গো মোদের তুলি।
মালা হ'য়ে গলায় হাসি;
আমরা ফুল কলি।

(৩)

আমরা ফুল কলি,
বাতাস লুটে সুবাস মোদের,
মধু লুটে অলি।
শিশির ধারায় স্নাত হ'য়ে,
আমরা সবে রইগো চেয়ে;
পল্লীবালা ছুটিয়ে আসে,
ভরে নিতে ডালি,
দেবের চরণ পরশ লভি'
আমরা ফুল কলি।



এস মা

এস মা মোদের দেশে,
দাও মা বস্ত্র দাও মা অন্ন,
ঘুচাও মোদের দুঃখ দৈন্য,
শান্তি আশীষ দিয়ে মাগো
ঘুচাও মোদের ক্লেশ;
হৃদয়ে দাও অপার ভক্তি,
শরীরে দাও অসীম শক্তি,
কৃপাময়ী বাঁচাও মোদের
খাদ্য বিহীন দেশ।

সৃষ্টি

(১)

এই ধরণীতে হয়নি বৃথাই,
কোন জিনিসের সৃষ্টি ;
আছে প্রয়োজন সব জিনিসের,
যাহা করি মোরা দৃষ্টি ।

(২)

মোরা ভালবাসি জ্যোৎস্নার আলো,
আঁধার চাহিনা—মোটে,
নিশাচর প্রাণে সেই যে আঁধার,
পুলক জাগায় বটে ।

(৩)

বরষার খর ধারা বরিষণ,
করে আমাদের রুষ্ট ;
সেই খর ধারা পান করে হয়,
তৃষিত চাতক তুষ্ট ।

(৪)

(৪)

এই ধরণীর যাহা কিছু দেয়,
আমাদের প্রাণে কষ্ট ;
তাহারও ভিতর রয়েছে গোপন,
সুখের কারণ স্পষ্ট।

(৫)

ঘৃণাভরে মোরা যাহা ফেলে দেই,
তাও লাগে কারো কার্য্যে
হয়নি বৃথাই সৃজন কিছুর ;
বিশ্ব পিতার রাজ্যে।

(৬)

জীব জানোয়ার পশু পাখী যত
ঘৃণ্য মোদের কাছে।
বিশ্ব জগতে তাদেরও বাঁচার,
আছে প্রয়োজন আছে।



জ্যোৎস্না রাতে

আজ মধু মালতীর গন্ধে,
ভরিয়া গিয়াছে বন উপবন ;
বহিছে শীতল মৃদু সমীরণ,
তটিনী ছুটিছে নাচিয়া নাচিয়া,
নবীন মোহন ছন্দে ;
নিশারাণী আজ হরষে আকুল,
হাস্নাহানার গন্ধে।

(২)

আকাশ নীলিমা ভরা,
গন্ধরাজের গন্ধ লুটিয়া,
মলয় বহিছে থাকিয়া থাকিয়া,
গাহে যেন গান কি বিমোহন ;
পরাণ পাগল করা,
আজি জ্যোৎস্নায় গিয়াছে প্লাবিয়া,
শস্য শ্যামল ধরা।

(৩)

শ্রান্ত ধরার প্রাণ ;

ঘুমে অচেতন আকাশ ভুবন,

নাহি কলরব স্তব্ধ বিজন,

শান্ত প্রকৃতি লভিছে বিরাম,

থেমেছে পাখীর গান,

ভেসে আসে শুধু সকরুণ সুরে,

ঝর্ণার কল তান।

(৪)

হাস্‌নাহানার গন্ধে,

চাঁদ বুঝি আজ ধরা দিতে চায়,

উঁকি মারে মোর খোলা জানালায়,

আমারো হৃদয় উঠিছে নাচিয়া

আজিকে মধুর ছন্দে,

প্রকৃতির সনে আমারো পরাণ

আকুল বকুল গন্ধে।



আসল মানুষ

মানুষ কারে কয় ?

নাক মুখ চোখ হাত পা হলেই

নয় সে মানুষ নয়,

ধরায় আছে অনেক মানুষ,

আসল তারা মানুষ নয়,

নরাকৃতি অনেক পশুই,

তাদের মাঝে গুপ্ত রয়।

মানুষ চেনা দায়,

রূপ দেখে বা বাক্য শুনে,

চেনাই নাহি যায়।

(২)

হৃদয় যাদের নয়কো মরু

ভরা কেবল দয়া স্নেহ ;

ছল চাতুরী প্রতারণা

স্পর্শে নাহি যাদের দেহ,

তারাই মহৎ প্রাণ,

মানুষ তাদের নাম।

(৩)

সত্য যাদের মুখের আগে,
ভ্রমেও না মিথ্যা বলে ;
কথার যাদের মূল্য আছে,
সৎ পথেতে সদাই চলে ;
তাঁরাই মহৎ জন,
তাঁরাই মানুষ হন।

(৪)

পরাণ দিয়ে পরকে যারা
বাঁচায় বিপদ দুঃখ হ'তে ;
মরণ যারা বরণ করে
বিপদ দেখে বক্ষ পেতে,
মানুষ তারাই ভাই,
হিংসা যাদের নাই।



(৫)

চিন্‌তে হলে আসল মানুষ,
দেখবে খুঁজে তাহার প্রাণ
আছে কিনা তাহার ভিতর,
মনুষ্যোচিত গুণগ্রাম।
মানুষ পেলে তারে
পূজবে হৃদয় ভরে ;
আর মানুষ পশু পেলে
তারে এড়াবে অবহেলে

শরতে

পরশে কাহার মেঘরাশি আজ
লুকাল সুনীল গগন কোলে ;
কে দিল সহসা আকাশের গায় ;
এমনি গভীর নীলিমা ঢেলে !

আহবানে কার জাগিল ধরণী,
কাটিল মহা সুপ্তির ঘোর ;
শেফালী সৌরভ বহিয়া সমীর,
ঘোষিল শরৎ রজনী ভোর।

ফুল কলি

সাড়া দিতে আজ আহ্বানে কার,
রবি শশী তারা মেলিল আঁখি ;
কুসুমের কলি উঠিল ফুটিয়া ;
কুঞ্জ কাননে গাহিল পাখী।

উৎপল দল মেলিল নয়ন,
কার তরে আজ সরসী মাঝে ;
আকাশে বাতাসে আজিগো কাহার,
আগমনী গান উঠিল বেজে ?

বিশ্বমাতার আগমনী গান,
গাহিতে শরৎ এসেছে আজ ;
হরষে মাতিয়া উঠিছে ধরণী,
ধরিয়াছে আজ মোহন সাজ।

আগমনে মা'র উঠিছে নাচিয়া,
শ্রীহীনা নীরব পল্লীরাণী ;
দীন অভাগা সন্তান তাঁর,
পূজিবে মায়ের চরণ খানি।

নব বর্ষ

(১)

ওই যে নবীন বর্ষ আজি
আস্‌ছে মোদের দ্বারে ;
নব বরষের আগমনী,
বাজ্‌ছে বীণার তারে !
কানন ভরা ফুলের হাসি,
দখিণ বাতাস বাজায় বাঁশি ;
উৎসবের আজ পড়ছে সাড়া,
নিখিল ভুবন জুড়ে।
বর্ষ আজি নবীন বাণী
এনেছে মোদের তরে।

(২)

আসিছে আজি বর্ষ নবীন,
বিদায় পুরাতন,
নবীনকে আজ করতে বরণ
বিপুল আয়োজন।

বেণুর তানে পাখীর গানে,
হরষ জাগায় প্রাণে প্রাণে.
বনে বনে ফুলের খেলা,
ঝিঁঝির গুঞ্জরণ।
আজ নূতনের পরশ পেয়ে
মুগ্ধ সবার মন।

(৬)

যাও পুরাতন চাই না তোমায়
বিদায় নমস্কার ;
নূতন অতিথ্ আস্‌ছে দ্বারে,
কর্‌ব বরণ তার।
এবার হতে নূতন জীবন,
নূতন ভাবে করব যাপন,
সময় মোটেই ফাঁকি দিতে
পারবে নাকো আর
এবার মোরা কর্‌ব সাধন,
সকল কর্ম্মভার।



সুখের স্বপন

গভীর নিশিথে কত মনোরম,
হেরিগো অলীক সুখের স্বপন ;
গাড়ীতে জাহাজে আরোহণ করি
দেশ মহাদেশ করি পর্য্যটন।
বিদেশ হইতে পল্লী ভবনে,
যাইগো চলিয়া হরষিত মনে,
আত্মীয় স্বজন করি দরশন,
আনন্দ সাগরে ডুবে যায় মন।
কত স্থানে যাই চিনিতে না পারি,
হেরি মনোহর নগর নগরী,
কত অট্টালিকা বহু লোকজন,
তড়াগ তটিনী কুসুম কানন,
সুবিশাল শৈল অকূল সাগর
নির্ঝরিণী আর বন ভয়ঙ্কর।
সুরম্য প্রাসাদে করিয়া গমন,
সম্পদ সম্ভার করি দরশন ;
পুলকে পরাণ নাচিয়া উঠে,
ধন রত্ন সব লইগো লুটে।

অসীম আনন্দে মগন হইয়া,
ধন নিয়ে গৃহে আসিগো ফিরিয়া !
সহসা জাগিয়া চমকি' উঠি,
কিছু নাই দেখি সকলি ফাঁকি।



মহতের আকাঙ্খা

(১)

আমরা ঘুচাব দীনের দুঃখ,
আমরা দরিদ্রে করিব দান ;
ক্ষুধাতুরে দিব অন্ন আমরা,
তৃষিতে করিব সলিল দান।

(২)

বিপন্নে উদ্ধার করিব আমরা,
তেয়াগি নিজের ধন ও প্রাণ ;
আমরা পরিব যশের মুকুট,
আমরা রাখিব দেশের গান।

(৩)

পরের সেবায় নিয়োজিব দেহ,
পরহিতে প্রাণ করিব পণ ;
মোদের দেশের সেবায় আমরা
জীবন করিব বিসর্জ্জন।

(৪)

স্বদেশের তরে সমর-ক্ষেত্রে,
বীরের মতন ত্যজিব দেহ ;
স্বদেশবাসী ও স্বদেশের প্রতি,
ঢালিব প্রাণের করুণা স্নেহ

(৫)

রোগাতুর জনে সেবিব আমরা,
পান্থে আশ্রয় করিব দান ;
সকলে সমান করিব যতন,
যতদিন দেহে রহিবে প্রাণ।



জ্ঞান পিপাসা

(১)

মনেতে বাসনা মোর রহিব ডুবিয়া,
গ্রন্থাগার মাঝে ;
জ্ঞানের উজল আলো যেন চিরদিন,
হৃদয়ে বিরাজে।

(২)

অসীম ব্রহ্মাণ্ড মাঝে কি আছে কোথায়,
দেখিব খুঁজিয়া ;
জ্ঞান রত্নাগার মাঝে কি লুকান আছে,
সব আলোড়িয়া।

(৩)

জ্ঞানালোক নাহি জ্বলে হৃদয়ে যাহার,
বৃথা সে জীবন ;
আমার খুঁজিতে সাধ পাঁতি পাঁতি করি
সমগ্র ভুবন।

(৪)

জানিতে বাসনা মোর গ্রন্থাগার খুঁজি,
বিশ্বের খবর,
জ্বালাতে আঁধার নাশি তীব্র জ্ঞানালোক,
হৃদে নিরন্তর।

ক্ষমা

(১)

যীশুকে যখন পাপীরা সকল,
ক্রুশেতে স্থাপন করিল ধরে ;
কর যোড়ে যীশু তাদের মঙ্গল
পরমেশ পদে মিনতি করে।

(২)

"ক্ষমা কর পিতঃ পাপী যে ইহারা,
জানেনা কি পাপ করেছে আজ ;"
"করিও উদ্ধার পাপ পথে যারা,
থাকে যেন সুখে জগৎ মাঝ।"

(৩)

"পাপীদের পাপ করিতে মোচন,
আসিয়াছি আমি অবনী'পরে,"
"মরিতে এসেছি ডরিনা মরণ,
ত্যজিব জীবন পাপীর তরে।"

(৪)

"প্রিয় শিষ্যগণ আমার বচন,
মন দিয়ে ভাই শোনরে সবে,"
"এক গণ্ডে কেহ করিলে আঘাত ;
অন্য গণ্ড পেতে দিও নীরবে।"

(৫)

"লাথি যদি কেহ দেয়ও কখন,
প্রতিদানে তারে দিওনা লাথি,"
"ভাই বলে তারে করো সম্বোধন,
হইও সদয় তাহার প্রতি।"

(৬)

"ক্ষমাই নরের প্রধান ভূষণ,
ক্ষমাই সকল ধরম সার,
"ক্ষমাগুণ কেহ ভুলোনা কখন,
ক্ষমা সম ধর্ম্ম নাইকো আর।"

রাজাবাড়ীর মঠ

(১)

চাঁদ কেদারের অতীত যুগের পুণ্য প্রাচীন স্মৃতি,
ডুবল আজি সর্ব্বনাশা কীর্ত্তিনাশার জলে ;
রাজাবাড়ীর বিশাল মঠ ইতিহাসে খ্যাতি,
গ্রাস করিল পদ্মানদী আজকে কুতূহলে।

(২)

চাঁদ কেদারের সকল কীর্ত্তি লুপ্ত হল আজ,
ইতিহাসে রইল শুধু নামটী তাদের লেখা ;
সকল স্মৃতি রইল ডুবে অতল জলের মাঝ,
কীর্ত্তিনাশার বুক জুড়িয়া রইল কেবল আঁকা।

(৩)

বিক্রমপুরের রত্ন সে যে চারশ বছর ধরে,
গাইতেছিল অতীত যুগের প্রাচীন কীর্ত্তি-গাঁথা ;
হায় সে রতন কীর্ত্তিনাশা আজকে নিল হরে,
বঙ্গবাসীর প্রাণের ভিতর দিয়ে দারুণ ব্যথা।

(৪)

বিশাল দেহে উচ্চশিরে চারশ বছর ধরে,
বীরের মত দাঁড়িয়ে ছিলে অটল অবিচল ;
ঝঞ্ঝা বিপদ দুঃখ কত আসছে তোমার শিরে,
কিছুতে না পারছে তোমায় করতে হীনবল।

(৫)

সর্ব্বনাশা কীর্ত্তিনাশা আজকে অকস্মাৎ,
এক নিমেষে বীর তোমাকে করল পরাজিত,
সইতে এবার পারলে না আর প্রবল স্রোতের ঘা,
কীর্ত্তিনাশার অতল জলে হইলে নিমজ্জিত। *



* ১৩৩০ সনের ২২শে ভাদ্র ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখে রাজাবাড়ীর মঠ পদ্মাগর্ভে বিনষ্ট হয়।

আগমনী

(১)

শেফালীর সাজি হাতে লয়ে ওই
এল গো শরৎ রাণী ;
নবীন অতিথি দ্বারে যেন আজ ;
শুনাতে নবীন বাণী ।

(২)

প্রকৃতি আজিগো পরিয়াছে যেন
মোহন মধুর বেশ ;
কার পরশনে উঠিল জাগিয়া
সোনার বাঙ্গলা দেশ !

(৩)

প্রকৃতি তাহার শোভার ভাণ্ডার,
ধরায় দিয়াছে খুলি ;
উজ্জল করিয়া দশ দিশি আজ
ফুটিছে কুসুম কলি ।

(৪)

জগজ্জননী আসিবেন আজি
বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ;
অভাগা সন্তান আমাদের তরে
আশীষ লইয়া করে।

(৫)

জননী মোদের দশ বাহু তুলি
আশীষ করেন দান ;
আগমনে তাঁর প্রকৃতি রাণীর
নাচিয়া উঠিছে প্রাণ।

(৬)

বরষিছে রবি উজ্জল কিরণ,
বিহগ গাহিছে গান ;
শরৎ এসেছে জননীরে আজ
করিবারে আহবান।



বীরত্বের পুরস্কার

আলেকজেণ্ডার ভারতবর্ষ করল যখন আক্রমণ,
রাজারা সব তাহার পদে করল আত্ম সমর্পণ।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তখন অনেক ছিল এই দেশে,
রাজ্য শাসন করত তারা আপন আপন স্বদেশে।
তাহার সনে করতে লড়াই কেউ হল না সাহসী,
তাহার ভয়ে ছাড়ল সবে আপন হাতের ঢাল অসি।
তাদের মাঝে পুরু নামে ছিল একজন ক্ষুদ্র রাজ,
দেশের হীন দশা দেখে তাহার প্রাণে হান্‌ল বাজ।
জানত পুরু স্বাধীনতা প্রাণের চেয়ে মূল্যবান,
রাখ্‌তে দেশের স্বাধীনতা করতে রাজি পরাণ দান।
একাই পুরু অল্প তাহার সৈন্য লয়ে কয়েকজন,
আলেকজেণ্ডার বীরের সনে করল সমর আয়োজন।
আলেকজেণ্ডার ভাবল মনে স্পর্দ্ধা ইহার বড়ই বেশী,
সবাই আমার পদানত একাই পুরু ধরবে অসি !
সৈন্য লয়ে চললো পুরু দেশের তরে করতে রণ,
পঞ্চনদে আলেকজেণ্ডার পাইল তাহার দরশন।

উভয় সেনা মিললো এসে যখন ঝিলাম নদীর তীরে,
আরম্ভিল তুমুল সমর বীর পুরু আর সেকেন্দরে।

যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পুরুর হল সেনাক্ষয়,
আলেকজেণ্ডার হইল জয়ী পুরুর হল পরাজয়।
বন্দী করে বীর পুরুকে আনল যখন শিবির মাঝে,
আলেকজেণ্ডার বল্‌ল তারে, "তুষ্ট আমি তোমার কাজে।"
"রাজা তুমি ছিলে বটে এখন আমার বন্দী তুমি,
জান তুমি তোমার দেশের মালিক এখন একাই আমি ?"
"কি আচরণ চাও হে পেতে বল এখন আমার কাছে,
বন্দী তুমি স্মরণ রেখে বল আর কি বলার আছে ?"
"রাজা আমি চাই আচরণ তোমার কাছে রাজোচিত,"
বন্দী পুরু বল্‌ল জোরে বুক ফুলায়ে বীরের মত।
অবাক্ হল আলেকজেণ্ডার পুরুর মুখে বাক্য শুনে,
তুষ্ট হল তাহার কথায়—বীরের সম্মান বীরেই জানে।

"এই দেশেতে তোমার মত বীর নৃপতি নাইকো আর,
আমার সনে করলে সমর কি দিব তার পুরস্কার !
আমায় দেখে তোমার দেশের সবাই করল নতশির
রণ করিতে আমার সনে একাই তুমি আসলে বীর !

দেশহিতৈষী রাজা তুমি সাহস তোমার আছে বেশ.
বন্দী নহ, মুক্ত তুমি, লও ফিরে লও তোমার দেশ।"
"সেনাপতি! মুক্ত কর শৃঙ্খলিত হস্ত এঁর,
বন্দী নয় এ দেশহিতৈষী বীর নৃপতি এই দেশের।"
ঝন ঝন, ঝনন্ ঝনন্ খসিল শৃঙ্খল পড়িল ভূমে,
আলেকজেণ্ডার নমিল তাহারে বসায়ে তাহারে সিংহাসনে

কাঞ্চন জংঘা

অদ্রি তুমি অভ্রভেদী শৃঙ্গ তোমার তুষারময়,
শ্রেষ্ঠ বিশাল মহান বলে করলে তুমি জগজ্জয়।
জমাট বাঁধা শুভ্র তুষার শীর্ষে তব মুকুট শোভা,
নীল আকাশের পটে অতুল চিত্র যেন মনোলোভা।
সন্ধ্যা ঊষার স্পর্শে তোমার দীপ্তি উঠে উজ্জ্বলি,
কে যেন দেয় তোমার পদে কনক কুসুম অঞ্জলি।
তোমার বুকে যুগ যুগান্ত তুহিন হিমের আবাসস্থল,
ঘুমায় সুখে ক্লান্ত হয়ে, পুঞ্জীভূত মেঘের দল।
সৌধ শিখর তুল্য তব মর্ম্মরিত শৃঙ্গরাশি,
অরুণ আভায় উদ্ভাসিয়া, ছড়ায় যেন কনক হাঁসি।

চল কালি

৫

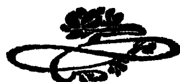
জয় করিতে শিখর তোমার বিশ্ববাসী শ্রেষ্ঠ বীর,
তুষার ঢাকা পায়ে তোমার উৎসর্জিল আপন শির।
তোমায় দেখে মুগ্ধ হিয়া দৃশ্য তব চমৎকার
শিল্পী কে সে গড়ল তোমায়, তাঁহার পায়ে নমস্কার

মনুষ্যত্ব

কুটীরবাসী দীন যাহারা, মানুষ নামের যোগ্য তারা,
না থাক তাদের টাকা, আছে জীবন ভরা জয়,
নাই তাহাদের টাকার চিন্তা চোর ডাকাতের ভয়।
টাকায় মানুষ হয় না বড়, টাকার চেয়ে অধিকতর ;
মূল্যবান তার স্বভাব যদি দেবতুল্য হয়।
টাকায় আনে বিলাসিতা স্বভাব আনে জয়।
জীর্ণ পাতার কুটীর মাঝে দীন ভিখারী যদিও রাজে,
'মানুষ' হলে সেই দেবতা সেইত দেবালয়,
তাহার চরণ পরশ পেলে জীবন সফল হয়।

* দার্জ্জিলিং হইতে কাঞ্চনজংঘার দৃশ্য

অট্টালিকার শীর্ষ দেশে, বাস করে যে রাজার বেশে,
ধন দৌলতের নাই সীমানা নাইক টাকার ক্ষয়,
মানুষ নামের যোগ্য না যে চরিত্রহীন হয়।
মুক্ত যাদের হৃদয় তল, ধর্ম্মজ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
সেইত মানুষ জাত বিচারে যদিও হীন হয়.
তাহার পায়ে নত হলেও মানের হানী নয়।
অন্ধকারে মগ্ন যারা, টাকার গর্ব্বে আত্মহারা,
ধর্ম্মনীতির সঙ্গে যাদের নাইক পরিচয়,
ছল চাতুরী প্রতারণাই জীবন ব্রত হয়।
মানুষ বলে কেউ তাদেরে, স্থান নাহি দেয় জগৎ ভরে,
পশুর চেয়ে অধম বলে গণ্য তারা হয়,
স্বভাব আনে মনুষ্যত্ব, স্বভাব আনে জয়।
জাত বিচারে শ্রেষ্ঠ হলে. মানুষ তাদের নাহি বলে,
হোক না রাজা, হোক না ধনী টাকায় অতিশয়,
মানুষ হলে তাহার পায়ে জগৎ নত রয়।



দাদার-স্মৃতি

(১)

মা বলেছেন দাদা গেছে দূর বিদেশে একা,
আসবে নিয়ে আমার তরে খেলনা পুতুল ছবি ;
সেই যে গেছে সেই অবধি পেলাম না তার দেখা,
পথের পানে চেয়ে আমি তাহার কথাই ভাবি।

(২)

বছর পরে যাচ্ছে বছর মাসের পরে মাস,
বর্ষা, শরৎ গ্রীষ্ম, শিশির যাচ্ছে বয়ে ধীরে,
"দেখতে দাদায় মাগো আমার বড়ই অভিলাষ"
বললে আমি মায়ের চোখে অশ্রুবারি ঝরে।

(৩)

বলেছিলাম মাকে আবার বছর কয়েক পরে,
"কেন মাগো মিছামিছি দিচ্ছ আমার ফাঁকি ?"
"আসবে নাগো দাদা বুঝি গেছে মোদের ছেড়ে,
"আর পাব না তাহার দেখা সত্য বল নাকি ?"

(৪)

"বলছে মোরে খেলার মাঠে রায় বাবুদের হীরে,"
"দাদা নাকি মরে গেছে আসবে না সে আর"
"সত্য কি মা মৃত্যু হলে কেউ আসে না ফিরে ?"
"সবায় ছেড়ে একলা থাকে দূর সাগরের পার ?"

(৫)

আমার কথায় মায়ের চোখে অশ্রু এলো জোরে
বলল আমায় "যাওরে বাছা ভুলে দাদার কথা,
'স্বর্গে গেছেন দাদা তোমার মোদের মায়া ছেড়ে,
স্মৃতিটি তার মনে জেগে দিচ্ছে দারুণ ব্যথা।'"

(৬)

"দাদা তোমার চলে গেছে চিরদিনের তরে,
"তোমায় আমায় বাসতে ভাল আসবে না সে আর
"সেই দেশেতে গেলে কেহ আর আসে না ফিরে,
স্বর্গ সে দেশ এদেশ হ'তে এমনি চমৎকার।"



অন্ধের দুঃখ

(১)

আমি ধরণীর বুকে লভেছি জনম,
পথের ভিখারী অন্ধ ;
জগতের ওই মুক্ত দুয়ার,
মোর তরে চির বন্ধ।

(২)

চির তমসার সন্তান আমি,
আলোক দেখিনি চোখে,
ঊষা কভু তার সোনালী কিরণ,
ঢালেনি আমার মুখে।

(৩)

কত বরষার কত শরতের,
বসন্তের আহবান,
আঁধার ভেদিয়া পশিয়াছে কানে,
শুনিয়াছি শুধু গান।

(৪)

শুনেছি গগন নীলিমায় ঢাকা,
ধরণী শোভায় ভরা ;
কত অনুপম মোহন দৃশ্যে,
রচিত বসুন্ধরা।

(৫)

জনন অবধি হেরিনু আঁধার
দেখিনি আলোর মুখ ;
আজো দেখি নাই জনক জননী,
জনম ভূমির বুক।

(৬)

পথে পথে আমি ভিখ্ মেগে খাই,
লাঠিতে করিয়া ভর,
যে যেদিকে নেয় সেই দিকে যাই,
নির্ভয় অন্তর।

(৭)

দেখিনা যে কিছু চিনি না যে কিছু,
কারে বলে ডর ভয় ;
শত্রু মিত্র কে যে গো আমার,
কোথা জয় পরাজয়।

(৮)

অভাগা করিয়া পাঠায়েছে বিধি,
বহিতে জীবন ভার ;
জানিনা কখন ঘুচিবে আমার,
এ চির অন্ধকার।



স্বাধীনতার সুখ

(১)

হতেম যদি স্বাধীন আমি বন বিহঙ্গের প্রায়,
আপন মনে যেতাম উড়ে যখন খুসি যেথা ;
শ্যামল বিজন শান্তিময়ী গভীর বনছায়,
একলা বসি গান গাহিতাম চাপি প্রাণের ব্যথ

(২)

স্বাধীন যদি হতেম আমি পদ্মা নদীর মত,
হর্ষে নাচি এমনি ভাবে যেতাম নিশি দিন ;
কল নাদে সিন্ধু পানে যেতাম অবিরত,
এমনি বিমল শান্তি সুখে রইনু সদা লীন ।

(৩)

কিম্বা যদি হাওয়ার মত হতেম স্বাধীন আমি,
এমনি সুখে করতে পেতাম জগৎ পর্যাটন ;
আপন মনে যেতাম বহি সদাই দিবস যামি
দুঃখ আমায় পারত নাহি করতে পরশন ।

(৪)

মেঘের মত স্বাধীনতা থাকত আমার যদি,
ভেসে ভেসে যেতাম ধীরে দূর গগনের কোলে ;
অসীম সুদূর আকাশ পথে ভ্রমি নিরবধি,
হর্ষ সুখে দিন যাপিতাম সকল দুঃখ ভুলে ।



ফাগুন দুয়ারে আজ

(১)

ফাগুন দুয়ারে আজ ;
আনিয়াছে সাথে মধুর মলয়,
সাজি ভরা ফুল সৌরভময়,
স্বভাবের রাণী পরিয়াছে কেন
আজি এতো নব সাজ ?
কার আগমনী গাহিতে ফাগুন,
এসেছে দুয়ারে আজ !

(২)

কেন গো আকুল প্রাণ !
কে দিল নীলিমা ঢালিয়া আকাশে,
পদধ্বনি কার বাজিল বাতাসে,
কোথা হ'তে এলো অচেনা দেশের
অতিথি গাহিতে গান,
দোয়েল কোয়েল পাপিয়া কণ্ঠে
উঠিল মোহন তান !

(৩)

কেন এতো নব সাজ !
বনে বনে কেন এতো আয়োজন,
এতো শোভাময় কেন ফুলবন,
তরুলতা কেন নব বেশে আজ,
ধরিছে সবুজ সাজ !
কোথা হ'তে এলো এতো শোভা নিয়ে
ফাগুন দুয়ারে আজ ?

(৪)

আসিয়াছে ঋতুরাজ !
ফাগুন তাহারে করিতে বরণ,
করিয়াছে এতো নব আয়োজন,
প্রকৃতি তাহার আবাহন-গীতি,
গাহিছে হরষে আজ !
দ্বারে দ্বারে তাই কহিছে ফাগুন
ওগো তোরা সাজ সাজ।



দেশবন্ধু

(১)

কাঁদিছে বঙ্গ কাঁদিছে ভারত,
কান্না উঠিছে ভূবন মাঝ,
বঙ্গমাতার হৃদয় রতন,
দেশবন্ধু তুমি নাহি গো আজ।

(২)

দুর্জ্জয়লিং শৈল শিখরে
মহাকাল দেব চরণ তলে ;
তুমি ভারতের দীপ্ত তপন,
ডুবে গেলে আজ অস্তাচলে।

(৩)

পরোপকার মহাব্রত লয়ে,
এসেছিলে দেব জগতে তুমি ;
তোমারি পবিত্র পরশ লভিয়া,
ধন্য হইল ভারত ভূমি।

(৪)

দীন দরিদ্রের দুঃখেতে সতত,
গলিত তোমার কোমল প্রাণ,
পরহিত তরে স্বদেশ সেবায়,
কত না অর্থ করিলে দান।

(৫)

তেয়াগি অতুল বিভব সম্পদ,
স্বদেশ সেবায় সঁপিলে প্রাণ,
আত্মত্যাগের সমুজ্জল ছবি,
বিশ্ববাসীকে করিলে দান।

(৬)

স্বদেশবাসীকে ডুবায়ে আঁধারে,
তুমি গেলে আজ স্বরগ পুরে,
ভুলিওনা কভু অভাগা স্বদেশ,
ঢালিও আশীষ করুণা করে।

(৭)

তোমারি পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে
আমরা সকলে প্রণমি আজ,
তোমারি অমর কীর্ত্তি কাহিনী
রহিবে জাগ্রত জগত মাঝ।

সার আশুতোষ

অস্তে গেল বঙ্গরবি সার আশুতোষ আজ,
বঙ্গবাসী মগ্ন আজি শোক সাগরের মাঝ।
প্রভায় যাহার উজ্জল বঙ্গ উজল ভারত ভূমি,
হা ভগবান নিদয় হয়ে হরলে তাঁরে তুমি।

এমন কর্ম্মী দেশহিতৈষী মিলবে নাকো আর,
আজকে তাঁহার তিরোধানে ভারত অন্ধকার।
সর্ব্ব বিদ্যায় ছিলেন পণ্ডিত, জ্ঞানী বুদ্ধিমান,
আর কি হবে পূরণ কভু শূন্য তাঁহার স্থান ?

সারা জীবন গেছেন খেটে দেশের শিক্ষার তরে,
বঙ্গবাসীর সেবায় জীবন গেছেন নিয়োগ করে।
তাঁর কৃপাতেই জ্ঞানের মুকুল ফুটল্ ঘরে ঘরে,
তাঁর প্রভাবেই বাঙ্গলা আজি জ্ঞানের গরব করে।

তিনিই দিলেন মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ আসন দেশে,
ঘুচল ভাষার দৈন্য দুঃখ সাজল রাণীর বেশে,
হৃদয় ছিল মহৎ অতি দয়ার প্রস্রবন,
পরের দুঃখে কাঁদত হৃদয় গলত তাহার মন।

অন্ন বস্ত্র দিয়ে তিনি আপন ছেলের মত,
পালন করে গেছেন সদা দীন দরিদ্র কত।
স্বর্গে গেছেন সার আশুতোষ থাকুন তথায় সুখে,
স্মৃতি তাঁহার রইল আঁকা বঙ্গবাসীর বুকে।

নদীর দান

(১)

পাহাড় হতে ঝরণা বারি
নামছে বয়ে মধুর তানে,
সেই ঝরণার তীরে বসি,
শুনি সে গান আকুল প্রাণে

(২)

শীর্ণ সে যে জলের রেখা,
বৃহৎ হয়ে ক্রমে ক্রমে,
সৃষ্টি করে নদ নদীরে,
বিশাল হয়ে ধরায় ভ্রমে।

(৩)

কাজটী তাহার সদাই চলা
শুধুই কেবল দেশে দেশে,
অকাতরে দান করে জল,
যায় গো নেচে হেসে হেসে।

(৪)

অবিরত দান করে যায়
সবার তরে বিমল বারি,
ক্ষয় কখনো হয় না তাহার,
ক্রমেই সে যে যায় গো বাড়ি

(৫)

দানই তাহার জীবন ব্রত,
দানেই তাহার সকল সুখ,
সবটুকু তার পরকে দিতে
প্রাণের মাঝে পায়না দুঃখ।

(৬)

তার চেয়ে যে উদার দাতা
সুনীল সাগর অন্তহীন,
ছুটছে সদাই তাহার পানে,
তার চরণে হইতে লীন।

আমার দেশ

(১)

আমার দেশের তুল্য এমন
সোণার স্বদেশ নাইকো আর,
ধন্য মোরা জনম লভি'
শ্যামল বুকে বাঙ্গলা মার।

(২)

আমার দেশের শিরোভূষণ,
হিমালয়ের স্বর্ণ চূড় ;
বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ বলে,
করল সবার গর্ব্ব দূর।

(৩)

আমার দেশের সুনীল আকাশ,
পাহাড় ঘেরা সবুজ বন,
আমার দেশের সাগর নদী,
মুগ্ধ করে সবার মন।

(৪)

আমার দেশের জলভরা মাঠ,
তরীর লহর মাঝির গান,
জানিনা আর কোথায় আছে,
দৃশ্য এমন প্রাণ ভুলান।

(৫)

আমার দেশের স্নিগ্ধ বাতাস,
আমার দেশের ফুলের হাসি,
কোথায় এমন কাহার পরাণ ;
আকুল ক'রে বাজায় বাঁশি।

(৬)

শোভায় ভরা স্বদেশ আমার,
শান্তি সুখের এমন দেশ,
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে,
স্বভাব রাণীর এমন বেশ !

(৭)

আমার দেশের গৌরবেতে,
মুগ্ধ ছিল বসুন্ধরা,
জ্ঞানে মানে শ্রেষ্ঠ বলে,
বিশ্বে ছিল সবার সেরা।

(৮)

জনম নিল আমার দেশেই,
শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ জ্ঞানী ;
অহিংসারি ধর্ম্মালোকে,
করল উজল বিশ্বখানি।

(৯)

দানের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে,
জনম নিল আমার দেশে.
কর্ণ, শিবি, দধিচী আর ;
হরিশ্চন্দ্র রাজার বেশে।

(১০)

গুরুর আজ্ঞায় শিষ্য হেথায়,
আঙ্গুল কেটে করল দান ;
আমার দেশেই জনম নিল,
এমনি কত মহৎ প্রাণ।

(১১)

আমার দেশেই ত্যাগ করিয়া,
রাজা রাজ্য, আপন ধন ;
দীনের বেশে যাপল জীবন,
আবাস হল গভীর বন।

(১২)

আমার দেশেই নারী এমন,
স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ;
আত্মত্যাগের করুণ ছবি,
রাখল এঁকে ধরার 'পরে।



বসন্তাগমনে

(১)

ফাগুন আসিয়া দুয়ারে আজিগো,
গেয়ে গেল কেন গান ;
অলিদল কেন ফুলবাগে আজ,
তুলিছে মধুর তান !

(২)

মুকুল কেন গো বিলাই'ছে এত,
মধুর সুরভি আজ ;
বন উপবন ধরিয়াছে কেন,
এমনি সবুজ সাজ ?

(৩)

কোথা হ'তে আজ কেন এলো এত,
অতিথি পাখীর দল,
কানন মাতায়ে কেন বা তুলিছে,
তারা এতো কোলাহল !

(৪)

বনে বনে আজ ঝিঁল্লির ঝাঁক,
তুলিছে কেনগো তান ;
প্রকৃতি কাহার আগমনে আজ,
গাহে আবাহন গান !

(৫)

ঋতুরাজ আজি এসেছে ধরায়,
তাই এতো আয়োজন ;
নব বেশে তাই সাজিছে প্রকৃতি,
নিয়ে নব আভরণ ।

(৬)

ঋতুরাজে আজ করিতে বরণ
প্রকৃতি হরষ ভরে,
সাজি ভরা ফুল সাজায়ে এনেছে,
সবুজ বসন পরে ।



এস

(১)

এস গলায় পরিয়া শেফালীর মালা
নুপুর পরিয়া চরণে—
এস হাস্না হানার পরিমল বহি'
সান্ধ্য মধুর পবনে।

(২)

এস গগনে ছড়ায়ে সুনীল আঁচল
উজলিয়া বন বনানী
এস অরুণ আভায় মুখরিত করি
শস্য শ্যামল ধরণী।

(২)

এস জ্যোৎস্না মথিত বন ফুল কলি,
ফুটায়ে শারদ কাননে,
এস শিশির ধারায় স্নিগ্ধ উষায়,
চঞ্চল তব চরণে।

(সমাপ্ত)